বিষয় নং - ৩

হে প্রভু, বিশ্বমাঝে তুমি মহান

সুপারিশ :
– নভেম্বর মাসে
– বৃক্ষ রোপন দিবস

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – তাঁর সৃষ্ট সমস্ত পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, প্রেমময় ঈশ্বরের উপস্থিতি। তাই আমরা আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাবোধ করি।

আমার ছেলেমেয়ে

– তারা বয়স্কদের চেয়ে অতি সহজে সকল বস্তুর সামনে আনন্দ অনুভব করে। তারা সকল বস্তুর সঙ্গে কেমন যেন সম্পর্ক স্থাপন করে ও আলাপ করে।
– "শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে" – এ তত্ত্ব তারা এখন বুঝতে পারে না। আমরা বরং তাদের কাছে এই ঘোষণা করব যে, সব কিছুই হল ঈশ্বরের দান। আমরা ঈশ্বরের দানগুলো আনন্দমনে গ্রহণ করব এবং সৎভাবে ব্যবহার ও রক্ষা করব।
– ছেলেমেয়েরা (এবং বয়স্করাও) মাঝে মাঝে প্রকৃতির প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারে ঃ ক্ষতি, দুষ্টামি...। সৃষ্টির প্রতি সম্মান করা হল সৃষ্টিকর্তাকেই সম্মান করা।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

১। আমাদের দেশ কত সুন্দর !

সাধারণ আলোচনা করার পর, সকলের মাঝখানে প্রকৃতির কিছু বস্তুকে রাখব (একটি পাখী, এক বালতি জল একটা জীবন্ত মাছ, একটি সুন্দর ফুল, একটি চারা গাছ, কিছু বীজ ও ফল ...) এবং ভাল করে দেখতে, লক্ষ্য করতে বলব। অথবা ছেলেমেয়েদের বাইরে নিয়ে যাব এবং তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আশে-পাশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করতে বলব।
তারপর আমাদের এ দেশ এবং এর বিভিন্ন জিনিসের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের মনকে আকর্ষণ করে বলব –

– নারিকেল গাছটি কত উঁচু, অথচ ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে না;

– ফুলের রং কত মধুর ! সূর্যের আলোয় সকালবেলা খুলে যায়; প্রজাপতি মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে; মাছ জলে সাঁতার কাটে ...;
– কাঁঠাল গাছের কি সুন্দর পাতা ! পাতার মধ্য দিয়ে গাছও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। আমরা যদি গাছ থেকে পাতা ছাড়িয়ে নিই, তাহলে কি করে শ্বাস নেবে ?
– আর দেখ, মাছটি কেমন করে জলের মধ্যে বেঁচে আছে। আমাদের বাতাস, আর মাছের কাছে জল, একই সমান।
– কুকুরকে বলা হয় 'বিশ্বস্ত দারোয়ান', কেন ?...
– আকাশে আছে সূর্য, তারা, চাঁদ। চাঁদ কত সুন্দর দেখতে। আমি জানি ছেলেমেয়েরা চাঁদ দেখতে খুব ভালবাসে। আর মুসলমানরা রমজান মাসের শেষে ঈদের চাঁদ দেখতে ছাদে ওঠে বা খোলা জায়গায় যায়, তাই না ? ...

এসব বলার উদ্দেশ্য হল, ছেলেমেয়েরা যেন প্রকৃতির এ সকল বিষয়বস্তু নতুনভাবে দেখে এবং আশ্চর্য বোধ করে। স্বাভাবিক ভাবে ও সময় নিয়ে তা করব।

২। সবই প্রভুর দান

– আমাদের দেশের কোন্ জিনিস তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস ?

এ বিষয় ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। কাটেখিষ্ট মাঝে মাঝে নিজের পছন্দ প্রকাশ করবে। একটা সুন্দর স্তুতিমালা তৈরী হবে, যেমন ঃ
☆ আমি জলকে ভালবাসি; গরমের দিনে জল খেয়ে ও পুকুরে স্নান করে আমি আরাম পাই।
☆ আমি সূর্যকে ভালবাসি, অন্ধকারকে কিন্তু ভয় করি।
☆ সূর্য যখন নামে, তখন আমি নদীর ধারে বসে দূরে তাকাই। তখন পাখীরাও নীল আকাশের বুকে উড়ে ও জোরে জোরে ডাকতে থাকে।
☆ বৃষ্টি আমার পছন্দ; বৃষ্টির মধ্যে ছুটাছুটি করি...
শেষে আমি বলব ঃ

তোমরা সবাই খুব সুন্দর বলেছ। আমাদের দেশে যা যা দেখতে পাই, তা সুন্দর। আমাদের কাছে এ সব দিয়েছেন ঈশ্বর। তিনি যা যা সৃষ্টি করেছেন, তা সবই সুন্দর ও ভাল। তাই আমরা এখন গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা চাই।

গান ঃ 'সবচেয়ে সুন্দর দিন' (একসঙ্গে করি গান, ২)।

৩। একটি ছোট গাছের দুঃখের কাহিনী

এ স্তরে নিম্নের গল্প বলার উদ্দেশ্যটি হল, ছেলেমেয়েরা যেন বুঝতে পারে, ঈশ্বর যে সুন্দর দেশ সৃষ্টি করে আমাদের দিয়েছেন, তা আমরা যেন নষ্ট না

করি। আমাদের দেশটি যেন আরও সুন্দর হয়, এজন্য ঈশ্বর চান আমাদের সহযোগিতা।

আমাদের দেশ সত্যিই সুন্দর ! কত নদী, কত গাছাপালা, কত মাছ, কত পাখী, কত মানুষ ! মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় অধিকাংশ 'মরুভূমি'। মরুভূমি মানে– যে দেশে কোন গাছপালা নেই, জল নেই; কেবল বালি আর বালি। আর পশ্চিমের দেশগুলোতে পাখী নেই বললেই চলে। কারণ মানুষ শিকারে গিয়ে প্রায় সব পাখী শেষ করে দিয়েছে ...।

আমাদের এ সুন্দর দেশেও একদিন একটি দুঃখের কাহিনী পড়লাম। ছোট একটি ছেলে নির্মল। স্কুল থেকে ফিরবার পথে একদিন সে দেখল, রাস্তার পাশে একটি চারাগাছ ভাঙ্গা। চারা গাছটির গা থেকে জল বের হচ্ছিল। নির্মল থামল। কাছে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাঁদছ কেন ?" চারাটি বলল ঃ দেখ, আমার বয়স দু'বছরের কম। বন বিভাগের খামারে আমার জন্ম হয়েছে। সেখানে খুব খুশী ছিলাম। আমার সঙ্গে আরও হাজার হাজার চারা ছিল। আমরা সবাই খুশী। একদিন কিন্তু আমাকে তুলে গাড়ীতে করে নিয়ে এসে এ দূর দেশে এনে এখানে লাগাল। আমাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল ও অল্প পানি দিয়ে তারা চলে গেল। প্রথম কয়েকদিন রোদে আমার খুব কষ্ট হল; যা হোক, পরে বৃষ্টি নামল আর আমি বড় হতে লাগলাম। আবার খুশী হলাম। ভাবছিলাম বড় হলে, মানুষ আমার ছায়ায় বসে আরাম পাবে; ছোট ছেলেমেয়েরা আমার ফল খাবে ..। সেদিন কিন্তু তোমার মত দেখতে একটা ছেলে এসে আমার মাথাটা ভেঙ্গে দিল। বেড়াটি ভেঙ্গে আমার গায়ে তার হাতের অস্ত্রটা দিয়ে বেশ গভীর করে দাগ কেটে চলে গেল। আমিও ছেলেমেয়েদের মত ছোট। জানি না, ছেলেটি কেন আমার প্রতি এমন ব্যবহার করল। পরের দিন এক ছাগল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বেড়া ভাঙ্গা দেখে সে সোজা এসে আমার সমস্ত পাতা ও নরম ডালগুলো খেয়ে নিল। আমার অবস্থা দেখ ! শ্বাস নিতে আমার এখন কি কষ্ট ! " নির্মল এ কথা শুনে খুব দুঃখ পেল। ছোট চারার সঙ্গে সেও কাঁদতে লাগল। তারপর গোড়ার মাটি আল্‌গা করে পানি ঢেলে ভিজিয়ে দিল। বাঁশ দিয়ে আবার ঘিরল ও দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। কাজ শেষ করে বলল, "দেখ, আজ থেকে আমি তোমার দেখাশুনা করব। তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না। আর আমার মত যে ছেলেটা তোমার এত কষ্ট দিয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাই"। চারাটি ভাবল ঃ "সকল ছেলে খারাপ নয়"।

– প্রকৃতি আমাদের কত উপকার করে থাকে। তোমরা কি মনে কর, প্রকৃতির প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ? কে ভাল করেছে, সে ছেলেটি, না নির্মল ? তোমরা কেমন ব্যবহার কর ?

৪। "আকাশের পাখীদের দিকে লক্ষ্য কর"...

আমাদের এ দেশ ভাল ও সুন্দর জিনিসে পূর্ণ। যীশুর দেশও সুন্দর ছিল। তাঁর

বন্ধুদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে এ সকল জিনিস দেখে যীশু আনন্দ করতেন এবং সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে লোকদের বলতেন ঃ

"আকাশের পাখীদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলায়ও তোলে না, তবুও তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের খাদ্য যোগান। মাঠের ফুলের কথা চিন্তা কর; দেখ কিভাবে তারা বেড়ে উঠেছে। অথচ ওরা কোন শ্রম করে না, সূতোও কাটে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবচেয়ে ধনী লোক যারা, তারাও এদের মত সুন্দর রঙ্গীন পোশাক পরে না" (মথি ৬:২৬-২৯)।

আমাদের দেশে যত ভাল ও সুন্দর জিনিস দেখতে পাই, সে সকল আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আমাদের স্বর্গীয় পিতা। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী; তিনি আকাশে জ্বালিয়েছেন সূর্য, চাঁদ ও সকল তারা; তিনি বৃষ্টি পাঠান ও নদীর দুই কূল ভাসিয়ে দেন; তিনি মহিষকে শক্তি দিয়েছেন, পাখীদের দিয়েছেন আকাশে উড়বার ক্ষমতা, মাছদের বলেছেন, জলে বাস করতে; তিনি ঘাস, ফুল, গাছপালা বাড়িয়ে তোলেন ...।

এসব দেখে আমরাও যীশুর সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলব ঃ "হে ঈশ্বর, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কত মহান ! তুমি কত ভাল ও সুন্দর! স্বর্গ ও পৃথিবী তোমার গৌরবে পরিপূর্ণ!"

গান ঃ ' এ সুন্দর পৃথিবীতে আমরা আরও সুন্দর হব' –

গানটি শেখাব এবং ভক্তি-আনন্দের সঙ্গে গাইব (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ৩)।

(বিকল্প গান ঃ "স্বর্গ ও পৃথিবী তোমার মহিমা গায়। ঊর্ধ্বলোকে জয় ! ঊর্ধ্বলোকে জয়!")।

৫। ক্রিয়াকলাপ

সৃষ্টির বিষয় ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকতে বলব। তাদের আঁকা ছবিগুলো দেওয়ালে টাঙাব এবং ছোট একটি ধর্মানুষ্ঠান করব ঃ

– প্রত্যেকে নিজের আঁকা ছবি দেখাবে ও ব্যাখ্যা দেবে।
– কাটেখিষ্ট দু'তিনটে ছবির পর পর গান ধরবেন ঃ 'এ সুন্দর পৃথিবীতে...'।
– শেষে 'প্রভুর প্রার্থনা' গান করব।

৬। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : এ সুন্দর দেশ আমাদের কে দিয়েছেন ?
উত্তর : এ সুন্দর দেশ আমাদের দিয়েছেন ঈশ্বর।
প্রশ্ন : আমাদের দেশের সকল সুন্দর জিনিস নিয়ে আমরা কি করব ?
উত্তর : আমাদের দেশের সকল সুন্দর জিনিস আমরা নষ্ট করব না, কিন্তু রক্ষা করব এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রশংসা করব।

ধর্মানুষ্ঠান ঃ

হে প্রভু, ধন্য তোমার নাম

সুপারিশ :
– নভেম্বর মাসে
– রবিবার অনুষ্ঠান
– সৃষ্টির স্মরণে

প্রস্তুতি

ক) অনুষ্ঠানটি যেন সুন্দর ভাবে পরিচালিত ও সাধিত হয়, পরিচালক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আগে থেকে প্রস্তুতি নেবেন। গান, পাঠ, প্রার্থনা ও উপকরণ প্রস্তুত করে পরিচালক ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন। (বিশেষভাবে ৬ নম্বর দেখুন)।

খ) ৩ নম্বরের "শুরুতে কিছুই ছিল না" এবং ৫ নম্বরের "উপদেশ" – এ বিষয়ে পরিচালক ভালভাবে প্রস্তুতি নেবেন, কারণ এগুলোর উপরই অনুষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

গ) গীর্জাঘরে প্রবেশ করে সকল ছেলেমেয়ে যেন শৃঙ্খলার সাথে গোলাকার হয়ে বসে এ জন্য পরিচালক অথবা ছেলেমেয়েদের একজন লক্ষ্য রাখবে। পরিচালকের সামনে বাইবেল ও কিছু ফুল সাজানো থাকবে।

অনুষ্ঠানের কাঠামো

১। অভ্যর্থনা

চালক : আমরা জানি ঈশ্বর আমাদের সুখী করার জন্য এ সুন্দর পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করে আমাদের হাতে তা দান করেছেন।
যখন শিশু ছিলাম, তখন আমরা কেবলমাত্র মা-বাবাকে চিনতাম। তারপর একটু বড় হলে দেখলাম, এ পৃথিবী কত সুন্দর ও বিচিত্র। ফুলের রং, পাখীর ডাক, সূর্য ও চাঁদের রূপ, ছাগলের লাফালাফি ইত্যাদি দেখে আশ্চর্য হয়ে উঠতাম। মা-বাবা তখন আমাদের কোলে নিয়ে বলতেন ঃ " দেখ্ছিস খোকা, এসব পিতা ঈশ্বরের দান!" এখনও যতই দেখছি, ততই ভাল লাগছে এবং পিতা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা বুঝতে পারছি। তাই, এসো, ঈশ্বরের প্রশংসা করি ও তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

সকলে : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমেন।

চালক : প্রভুর জয় হোক।

সকলে : প্রভুর জয় হোক।

গান – 'আমি ভাষা পাই না' (একসঙ্গে করি গান, ৩)।

২। প্রার্থনা (একজন ছেলে বা মেয়ে প্রার্থনাটি করবে) –

হে প্রভু, তুমি আমাদের বাবা, আমরা তোমার ছেলেমেয়ে। আমরা একসঙ্গে তোমার ঘরে এসেছি কারণ তোমার সুন্দর সুন্দর দানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তুমি তোমার ছেলেমেয়েদেরকে আশীর্বাদ কর। এই প্রার্থনা করি যীশুর নামে।

সকলে : আমেন।

৩। "শুরুতে কিছুই ছিল না..."

চালক : (নিম্নের গল্পটি নিজের কথায় বলবেন) – অনেক বছর আগে, ঈশ্বরের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব পাড়াগাঁয়ের এক ঘরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে বসেছিল। সারাদিন কাজ করার পর, গভীর রাতে তারা একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব ও গান-বাজনা করছিল। তাদের মধ্যে দাড়িওয়ালা বুড়োলোক ছিল, আবার যুবক ও ছেলেমেয়েও ছিল। মায়েরাও তাদের বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বসে বসে গল্প করছে, ততক্ষণে তাদের কোলের সব বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

বড়দের গল্প শুনতে ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভালবাসে। তারা আবার যুবকদের গান শুনতে ও হাতে তালি দিতে আরও ভালবাসে। হঠাৎ সকলে চুপচাপ হয়ে গেল। একজন বুড়োলোক বেহালা হাতে নিয়ে বাজাতে শুরু করল। সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঃ লোকটির গানের গলা না জানি কত সুন্দর! সে সব সময় ঈশ্বরের নামেই গান গায়। কিছুক্ষণ বাজানোর পর, আকাশের দিকে চোখ তুলে, দূর-দূরান্তের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে গান ধরল ঃ (পরিচালক এখন পড়তে পারেন) –

শুরুতে কিছুই ছিল না, কিছুই না –
শুধু নীরব, চুপচাপ।
ঈশ্বর মাত্র ছিলেন। নীরবে মনে মনে–
পিতা ঈশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।
তখন তিনি এ জগৎকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন।
আমাদের জন্য বিরাট একটা ঘরের মত জায়গা তৈরী করবার কথা ভাবলেন।
এবং তাই করলেন ঃ
সূর্য, চন্দ্র, তারা,
সমুদ্র, পাহাড় ও ভূমি,
গাছপালা, লতাপাতা ও পশু পাখী সব।
শেষে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন

এবং তাকে নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ

"দেখ, এই সমস্ত জগত তোমাকে দান করলাম"।

(পরিচালক কিছুক্ষণ নীরবে থাকবেন। এরপর তিনি আরও বলবেন) –

বুড়ো লোকটির গান শুনে, যুবদল উঠে অন্তরের আনন্দ গান করে প্রকাশ করতে লাগল ঃ

"ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি তাঁরই নাম ধন্য কর,
তাঁর মহিমা গান কর, তাঁর পূজা কর।"

তখন সারা পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিস ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত জিনিসের জন্য যুবকেরা ও ছেলেমেয়েরা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে গান ও নাচ করতে একত্রে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিতে লাগল। (ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলাবে)। সেই সকল ছেলেমেয়েদের মত আমরাও গান করে আনন্দিত মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

গান ঃ 'আকাশে চন্দ্র তারা' (সকলে গানের তালে তালে হাত ও শরীর দোলাতে দোলাতে গান করবে। গানের শেষে সবাই বসবে)।

৪। ঈশ্বরের বাণী পাঠ ঃ পিতা ঈশ্বর জানেন, আমাদের কি দরকার (লুক ১২:২৪-৩১)।

"যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন ঃ

পাখীদের দিকে চেয়ে দেখ, তারা বীজও বোনে না, ফসলও কাটে না। খাদ্য জমা করার জন্য তাদের গোলাঘরও নেই, কারণ ঈশ্বর তাদের খেতে দেন। তোমরা তো পাখীদের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে আরও কত বেশী মূল্যবান। তোমরা কি চিন্তাভাবনা করে নিজের জীবন এক ঘন্টা মাত্র বাড়াতে পারবে?

এই সামান্য কাজটাও যদি করতে না পার, তবে বড় বড় বিষয়ের জন্য এত চিন্তা কর কেন?

বাগানের ফলের দিকে চেয়ে দেখ, তারা কেমন করে বেড়ে ওঠে। তারা তো পরিশ্রম করে কাপড় তৈরী করে না, কিন্তু একজন রাজাও ওদের মত সুন্দর কাপড় পরে না। যে ফুল আজ আছে, কাল শুকিয়ে যায়, তা যদি ঈশ্বর এমন সুন্দরভাবে সাজান, তবে কি ঈশ্বর তোমাদের আরও সুন্দর করে সাজাবেন না?

তাই আমি তোমাদের বলি – কি খাব, কি পান করব, কি পরব এ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ো না। ঈশ্বর নিজেই সে সব যোগাবেন। তোমাদের কি কি দরকার, তা তোমাদের পিতা জানেন। ঈশ্বরের কথা পালন করতে চেষ্টা কর, তবে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর দেবেন।"

যীশুর বাণী শুনলাম ঃ যীশুর জয় হোক !

সকলে : যীশুর জয় হোক !

৫। উপদেশ

পরিচালক সরল ভাষায় পাঠের ব্যাখ্যা দেবেন। শাস্ত্রের এই পাঠটি অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ের বাইরে নয় এবং পাঠটি বেছে নেওয়ার একটি কারণ আছে। ছেলেমেয়েরা অতি সহজে জগতের বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে ও ব্যবহার করে; প্রাকৃতিক জগতের সাথে তাদের জীবন অতি ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। কিন্তু তাদের মনে যেন বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। পৃথিবীর বিষয়বস্তু দেখে তারা যেন ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝতে পারে এবং তাঁর উপর আশা রাখে।

আকাশের পাখী ও বাগানের ফলের মত ছেলেমেয়েরা নিজ খাওয়া-পরা ও মানুষ হওয়ার প্রয়োজনের জন্য চিন্তা করে না। তাদের জন্য সবকিছু প্রস্তুত। মা-বাবা এ সবের ব্যবস্থা করেন। এ কথা উপলব্ধি করে তাদের মা-বাবার প্রতি ও ছেলেমেয়েদের মনে যেন কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। মা-বাবার যত্ন ও আদর দেখে তারা যেন পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়া উপলব্ধি করে। তখন পারিবারিক জীবনে যে স্নেহ পাচ্ছে সেটাই তাদের নিকট পিতা ঈশ্বরের স্নেহের চিহ্ন ও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে উঠবে।

৬। ঈশ্বরের নাম বন্দনা করি

চালক : ঈশ্বর এই জগতের যত সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা সব আমাদের দান করেছেন আমরা যেন সুখী হই। সত্যিই ঈশ্বর আমাদের জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন; আকাশের পাখীদের চেয়ে, মাঠের ফুলের চেয়ে, তিনি আমাদের অনেক বেশী ভালবেসেছেন। তাই আমরা এখন তাঁকে ধন্যবাদ দেব এবং তাঁর মহিমা গান করব।

ছেলেমেয়েরা উপকরণ হাতে নিয়ে, তা উঁচু করে ছোট ছোট প্রার্থনা করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে। উপকরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে ঃ ফুল, ফল, রুটি, এক মুঠো চাউল, জল, বল। আর নেওয়া যেতে পারে – মা-বাবা, পাখী, মাছ, ঘর ইত্যাদির একখানা ফটো।

দু'টো প্রার্থনার পর পর গান করব ঃ "তোমাদের প্রশংসা করি আনন্দ হৃদয়ে, প্রভু" (একসঙ্গে করি গান, ৭)। নিম্নে ছেলেমেয়েদের প্রার্থনার একটা নমুনা দেওয়া হল ঃ

– তুমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছ প্রভু, এইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই;
– তুমি আকাশের পাখী ও সমুদ্রের মাছ সৃষ্টি করেছ প্রভু, এইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। (গান)

– আমাদের পিপাসা মিটাবার জন্য তুমি জল দান করেছ প্রভু, ধন্য তোমার নাম;
– প্রত্যেকদিন তুমি আমাদের খাদ্য দান কর প্রভু, ধন্য তোমার নাম। (গান)
– মাঠের ফুল কত সুন্দর! তুমিই তাদের সৃষ্টি করেছ প্রভু, ধন্য তুমি ধন্য;
– আমাদের হৃদয় তুমি আনন্দে পূর্ণ কর প্রভু, ধন্য তুমি, ধন্য। (গান)
– তুমি আমাদের জীবন দান করেছ প্রভু, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই;
– তুমি আমাদের প্রত্যেকের মা-বাবা, ভাইবোন দান করেছ প্রভু, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। (গান)
– সূর্যের আলো ও ফুলের রং দেখবার জন্য আমাদের চোখ দিয়েছ প্রভু, এর জন্য তোমার জয়গান করি;
– খেলা করার জন্য আমাদের কত বন্ধু-বান্ধব দিয়েছ প্রভু, এর জন্য তোমার জয়গান করি। (গান)

▸▸ এ ধরণের আরও কতগুলো প্রার্থনা যোগ দেওয়া যায়।

গান (শেষে) ঃ 'কত বিচিত্র প্রভুর দান'।

৭। শেষ প্রার্থনা

হে প্রভু, তুমি সূর্য, চন্দ্র ও তারা সৃষ্টি করেছ ; তুমি মেঘ-বৃষ্টিও সৃষ্টি করেছ। হে পিতা, তুমি কত শক্তিমান। তুমি সর্বশক্তিমান যে সকল বিষয়বস্তু চারদিকে আমরা দেখতে পাই, সেসব আমাদেরই জন্য তুমি সৃষ্টি করেছ। আকাশের পাখীদের চেয়ে ও বাগানের ফুলের চেয়ে তুমি আমাদের বেশী ভালবেসেছ ! আমাদের মা-বাবার আদর ও স্নেহে আমরা দেখতে পাই তোমার প্রেম ! তোমার এই সকল দানের জন্য আমরা, তোমার ছেলেমেয়েরা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তোমার জয় হোক যীশুরই নামে।

সকলে : আমেন।

গান ঃ 'তোমার প্রশংসা'।

সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের পরিকল্পনা

সৃষ্টির নিজস্ব উত্তমতা ও স্বকীয় পূর্ণতা রয়েছে, কিন্তু তা পরিপূর্ণ হয়ে স্রষ্টার হাত থেকে উৎসারিত হয়নি। বিশ্বচরাচর এমন চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে 'চলমান অবস্থা' নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল, যে পূর্ণতা এখনও অর্জিত হয়নি, বরং যার দিকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে গতিশীল করে রেখেছেন।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ৩০২

বিষয় নং - ৪

সবচেয়ে সুন্দর দান

সুপারিশ :
– নভেম্বর মাসে
– দুই অধিবেশনে
– পাপ বিষয় চেতনা

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – পিতা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, যীশু সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের জানাব।
– এ পৃথিবীতে মন্দতাও বিরাজ করে, কারণ আমরা ঈশ্বরের দেওয়া দানগুলো উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করি না।
– যীশু বড়দিনের আনন্দে আমাদের মাঝে আসবেন, মন্দতা জয় করতে সাহায্য করবেন।

আমার ছেলেমেয়ে

– ছোট ছেলেমেয়েরা জগতের সুন্দর ও ভাল দিকটাই বেশী দেখে। এজন্য তারা ধন্য। তবুও আমাদের সমাজে ভাল-সুন্দর ছাড়া মন্দ-কুৎসিতও আছে। এর জন্য দায়ী তারা নয় বটে, কিন্তু মন্দতার সঙ্গে শীঘ্র তাদের পরিচয় হবে। ভাল-মন্দের মধ্যে বিবেচনা করতে সাহায্য করা উচিত।
– পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করতে যীশু এসেছেন, এ কথা সত্য। তা ছাড়া তিনি স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ করতে এসেছেন। ছেলেমেয়েদের কাছে উভয় দিক তুলে ধরতে অবহেলা যেন না করি।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

দ্রষ্টব্য ঃ এ পাঠ দু'দিনে করতে হবে (১–৩ এবং ৪–৭)।

১। "তোমার প্রশংসা করি, প্রভু"

গত পাঠের বিষয়টি "হে প্রভু, বিশ্বমাঝে তুমি মহান" – এ পাঠের শুরুতে আলোচনা করে স্মরণ করিয়ে দেব ঃ ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই সুন্দর। আমাদের ভালবেসে তা সবই আমাদের কাছে দান করেছেন, আমরা

যেন তাঁর প্রশংসা করি। তারপর বলব ঃ

সাধু ফ্রান্সিসের জন্ম হয়েছিল আসিসী নগরে। আসিসী অঞ্চলটি খুব সুন্দর ঃ চারদিকে পাহাড়, লাল পাথরের তৈরী ছোট ছোট ঘর, অনেক গাছপালা ও সবুজ মাঠ…। সাধু ফ্রান্সিস ও তাঁর সঙ্গীরা এ সুন্দর প্রকৃতিতে বাস করতেন। তারা খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং নিজ দেশের সব কিছুকে সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। ফ্রান্সিস প্রত্যেকটা জিনিসকে আপন বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন ঃ পানি দিদি, আগুন ভাই, চাঁদ দিদি, সূর্য ভাই …।

দেশের ভাল ও সুন্দর জিনিস দেখে তারা সব সময় পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, কারণ তিনি সে সকল সৃষ্টি করে আমাদের ব্যবহারের জন্য দান করেছেন। সাধু ফ্রান্সিস এভাবে গান করতেন ঃ

“প্রভু, আমার,
সূর্য ভাইয়ের জন্য ধন্যবাদ – সে আলো ও তাপ যোগায়;
তার জন্য মাঠের ঘাস বড় হয়, ফুল রঙীন হয় ও ফল পেকে যায়।
পানি দিদির জন্য ধন্যবাদ – সে অতি নির্মল ও পরিষ্কার;
গাছপালাকে জীবন দেয় এবং মানুষ ও পশুদের পিপাসা মিটায়।
আগুন ভাইয়ের জন্য ধন্যবাদ – সে অতি চমৎকার;
আমাদের খাবার রান্না করে, লোহাকে গলিয়ে দেয়
ও মানুষের শত শত উপকার করে …”।

– আর কোন্ কোন্ দানের জন্যও আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাতে পারি ?

প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, যার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত – ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এগুলোর খোঁজ নেব, যেমন ঃ পরিবার, বাবা-মায়ের ভালবাসা, সঙ্গীদের বন্ধুত্ব, শিক্ষকের সাহায্য, পুরোহিতের আশীর্বাদ…। শেষে ছেলেমেয়েদের ব্যক্ত ঈশ্বরের সকল দানের জন্য গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা করব (গান ছাড়া কাটেখিষ্ট আরও জিনিসের উল্লেখ করতে পারেন)।

গান ঃ ‘তোমার প্রশংসা করি’ (একসঙ্গে করি গান, ৪)।

২। ঈশ্বরের দান ও মানুষের পরিশ্রম

এ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সকল দানের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছি ও ধন্যবাদ জানিয়েছি। আজ কিন্তু আর একটি বিষয়ের জন্যও প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে চাই অর্থাৎ ভাই মানুষের সুন্দর সুন্দর আবিষ্কার ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য। চিন্তা করবার জন্য ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, পরিশ্রম করার জন্য ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন এবং চমৎকার

কাজ করার জন্য হাত দিয়েছেন।

মানুষের আবিষ্কার দেখে ছেলেমেয়ে সহজে অবাক হয়ে উঠে ঃ নৌকা, জাহাজ, গাড়ী, ট্রেন, বিমান ইত্যাদি দেখে তারা ‘হা-করে’ তাকায়…। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে মানুষের তৈরী বিভিন্ন জিনিসের তালিকা ও গুণাগুণ ঠিক করব এবং প্রত্যেক জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেখাব যে, মানুষ এসব তৈরী করেছে সকলের জীবন যেন আরও সুন্দর, সহজ ও উপযুক্ত হয়ে উঠে। নিজ নিজ এলাকায় যত সুন্দর ও উপযোগী জিনিস তৈরী করা হয়েছে, সেগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখ করা ভাল (খাল, পুল, সেচের জন্য কুয়া, নতুন বাগান…)।

মানুষ এ সকল কাজের মাধ্যমে সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করে তোলেন। ঈশ্বর নিজেই মানুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি দিয়েছেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করি এবং সকলে যেন সহজ, সুন্দর ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারি।

৩। সবচেয়ে সুন্দর দান ঃ যীশুখ্রীষ্ট

ঈশ্বরের অসংখ্য দানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান দান হল, তাঁর পুত্র যীশু – এ সুসংবাদ এখন দেব। মনোযোগী পরিবেশে এ সুসংবাদ ছেলেমেয়েদের শোনাব।

সত্যি আমরা বলতে পারি যে, আকাশের তারার চেয়ে প্রেমময় ঈশ্বর আমাদে কাছে আরও বেশী দান করেছেন ও করে থাকেন। সেই সকল দানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দান কোন্টা, জান ? মা-বাবা এ দানের সম্বন্ধে তোমাদের প্রায় বলে থাকে; তাঁকে তোমরা অনেক দিন থেকে জান ও ভালবাস…।

সেই দান হল, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের আপন পুত্র।

– তোমরা যীশুকে ভালবাস কি ? কতখানি ভালবাস ?

– যীশু সম্বন্ধে তোমরা মা-বাবা, ভাইবোনদের মুখে কি শুনেছ ? (ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। ছেলেমেয়েদের ব্যক্ত কথাগুলো মন দিয়ে শুনব ও মনে রাখব। শেষে বলব ঃ)

হ্যাঁ, তোমরা সবাই খুব সুন্দর বলেছ। যীশু আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের বন্ধু। এজন্য অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বাবা-মা আমাদের কাছে যীশুরও পরিচয় দিয়েছেন। পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছে যীশুকে দান করেছেন, তিনি যেন সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন; আমরা যেন তাঁর সাহায্যে ভাই-বোনদের মত একে অন্যকে ভালবাসি।

আমরা যীশুকে সঙ্গে পেয়ে খুব খুশী, তাই না ? এজন্য আমরা প্রেমময় পিতাকে ধন্যবাদ দিতে চাই (ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটি প্রার্থনা করব)।

★ ★ ★ ★ ★ ★

৪। পৃথিবীতে সবকিছু সুন্দর নয় ...

পৃথিবীতে, যে সবকিছুই সুন্দর, তা নয়; মন্দতাও দেখা যায়। মন্দতা থেকে সাবধান থাকতে ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যীশুর সাহায্য আমাদের দরকার –এ সম্বন্ধেও ছেলেমেয়েদের সচেতন করব। বর্তমান জগতের দেশী-বিদেশী কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যেমন ঃ আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন-ইস্রায়েলের যুদ্ধ; কয়েকজন ধনী টাকা-পয়সা অপচয় করে, আর অধিকাংশ গরীব খেতেও পাচ্ছে না, কাজও পাচ্ছে না...। মানুষ অনেক সুন্দর জিনিস তৈরী করেছে, আবার ধ্বংসের অস্ত্রও তৈরী করেছে...।

একদিন স্টীমারে খুলনা থেকে বরিশালে যাচ্ছিলাম। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন সৈনিকও ছিল। একজনের হাতে রাইফেল ছিল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে দুটো ছেলে প্রাণখুলে গল্প করছিল। তাদের একজন অন্যজনকে বুঝাচ্ছে ঃ নীচে চারকোনা লম্বা বাক্সের মধ্যে বুলেট থাকে, ওটাকে বলে ম্যাগাজিন। আর তার পিছনে যে বাঁকা লোহা আছে, ওটাকে ট্রিগার বলে। যখন গুলী ছুঁড়তে হয় তখন ঐ ট্রিগারটা চেপে ধরলেই একসঙ্গে পর পর আঠাশটা গুলী বেরিয়ে যাবে।

সৈনিকের রাইফেলের প্রতি দুই ছেলের এত মনোযোগ কেন ? তারা বোধ হয় মনে করেছে, ওটা খেলনা মাত্র আর কিছু নয়। কিন্তু জগতে, আমাদের এ সুন্দর দেশে অনেকে পরস্পরকে ঘৃণা করে, ক্ষতি করে, অত্যাচার করে...। এবং এইসব ক'রে থাকে ঈশ্বরের দেওয়া সেই বুদ্ধি, শক্তি, শরীর দিয়ে।

৫। মানুষের অন্তর থেকে মন্দতা আসে

আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমাদের আশেপাশে, এমন কি আমাদের অন্তরেও কিছু না কিছু খারাপ আছে। আমরাও মাঝে মাঝে খারাপ করি, তাই না ?

ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেব যে, তাদের অন্তরেও মাঝে মাঝে ভাল হওয়া, ভাল করার ইচ্ছা কমে যায় (বাস্তব উদাহরণ দেব ঃ রাগ করা, ভাইকে সাহায্য না করা, গালি দিলাম, মিথ্যা বলে পরের ক্ষতি করলাম...)।

– আমাদের এমন হয় কেন ? আমরা কেনই বা ভাইবোনদের মত সব সময় ব্যবহার করি না ?

আমাদের অন্তরে সুন্দর সুন্দর চিন্তা জাগে ঃ আমরা প্রায়ই ভাইকে সাহায্য করি। সবার সঙ্গে মিশে খেলি, মাকে ভালবাসি...। এ সবের সঙ্গে কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন ভাল করতে শক্তি-সাহস কেমন যেন পাই না।

দ্রষ্টব্য ঃ মূল পাপের কথা এখানে তুলব না; কারণ তার প্রকৃত অর্থ এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সঠিক বুঝতে সক্ষম নয়।

৬। যীশু আমাদের সঙ্গে আছেন

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি; ভাল থাকতে বলশক্তি পাই না। তখন আমাদের কি করা দরকার, জান ?

যীশুর অনেক শক্তি আছে। তিনি আমাদের বন্ধু, সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা তাঁর হাত ধরব। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলব ঃ "হে যীশু আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, আমাকে সাহায্য কর"।

এজন্যই প্রেমময় পিতা আমাদের কাছে যীশুকে দান করেছেন।

– তোমরা কি জান, 'যীশু' মানে কি ?

'যীশু' মানে 'মুক্তিদাতা'; তিনি মন্দতা থেকে আমাদের রক্ষা ও মুক্ত করেন। যীশু এমন শক্তিশালী যে, কোন দিন তিনি খারাপ করেন নি, কেবল ভালই করেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকলে ও তাঁর সাহায্য পেয়ে আমরাও ভাল হতে, ভাল করতে শক্তি পাব।

যীশুর সঙ্গে আমাদের মা বাবা, আমাদের পুরোহিত ও কাটেখিষ্টও আছেন। পিতা ঈশ্বর তাদেরকে আমাদের পাশে দিলেন, আমরা যেন তাদের কাছে যাই, সবকিছু বলি ও তাদের পরামর্শ নিয়ে চলি। দেখছ, ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন !

গান ঃ 'জানি, যীশু মুক্তিদাতা' – ধুয়ো মাত্র (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ৪)।

৭। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি দিয়েছেন, কেন ?

উত্তর : ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি দিয়েছেন – আমরা যেন তাঁর সুন্দর সৃষ্টির দান ব্যবহার করি এবং সবাই মিলে সহজ ও সুন্দর জীবন যাপন করি।

প্রশ্ন : এ পৃথিবীতে সবকিছু কি ভাল ও সুন্দর ?

উত্তর : না, এ পৃথিবীতে সবকিছুই ভাল ও সুন্দর নয়, কারণ আমরা মাঝে মাঝে ভাল হতে চাই না।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর দান কি ?

উত্তর : ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর দান হল যীশু খ্রীষ্ট। তিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন আমরা যেন তাঁর সাহায্য পেয়ে ভাল হই।

সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক মন্দতা

সবচেয়ে বড় নৈতিক মন্দতা যা ঘটে গেছে – তা হ'ল ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ ও হত্যার ঘটনা, যেসব ঘটেছে সকল মানুষের পাপের ফলে – ঈশ্বর, তাঁর "আরও বেশী উপচিয়ে-পড়া কৃপার দ্বারা" মহত্তম মঙ্গলময়তা এনেছেন : আর তা হ'ল খ্রীষ্টের গৌরব ও আমাদের মুক্তি। *–কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ৩১২*